অধ্যাপক ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

বঙ্গবাসী কলেজের প্রথিতযশা ছাত্র-প্রিয় হাস্যরসিক ইংরাজী ভাষায় কৃতী অধ্যাপক ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় আর ইহজগতে নাই। গত ২৯শে নভেম্বর সকাল ৭ টার সময় তিনি পরলোকগমন করিয়াছেন। মৃত্যুর সময় তাঁহার বয়স ৬১ বৎসর হইয়াছিল। কিছুদিন হইতেই তিনি বাত প্রভৃতি রোগে বিশেষভাবে ভূগিতেছিলেন। তিনি একমাত্র পুত্র শ্রীযুক্ত সলিলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এম, এ, বি, এল. এক কন্যা, কয়েকটি পৌত্র, পৌত্রী, দৌহিত্র, দৌহিত্রী রাখিয়া সজ্ঞানে দেহরক্ষা করিয়াছেন।

সংক্ষিপ্ত জীবনী

অধ্যাপক ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দের (১২৭৫ বঙ্গাব্দ) ১৯শে কার্ত্তিক মঙ্গলবার শান্তিপুরে মাতুলালয়ে জন্মগ্রহণ করেন। ভাগলপুর কলেজের প্রসিদ্ধ অধ্যক্ষ হরিপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় তাঁহার মাতুল ছিলেন নদীয়া জিলার কাঁচফুলি তাহার স্বগ্রাম। তাঁহার পিতার নাম নবীনচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি সেই যুগের এক জন নামজাদা হেড মাষ্টার ছিলেন, বড় আদরের ললিতকুমার পিতার খুব আদরের সন্তান ছিলেন তাঁহার বয়স যখন ৯ মাস মাত্র সেই সময় তাঁহার মাতৃবিয়োগ হয়।

স্নেহময়ী জননী নয়মাসের অবোধ শিশু ললিতকুমারকে বুকের নিকট রাখিয়া নিদ্রা যাইতেন, সেই সময় বিষধর সর্প তাঁহাকে

আঘাত করে, সেই আঘাতেই তাঁহার কাল হয় কাজেই শৈশবেই তাঁহাকে মাতৃস্নেহ হইতে বঞ্চিত হইতে হইয়াছিল। তবে তিনি পিতামহীর আদরযত্ন যে পরিমাণ পাইয়াছিলেন, তাহাতে মাতৃস্নেহের অভাব তাঁহাকে বিশেষভাবে ভোগ করিতে হয় নাই।

বিদ্যাশিক্ষা আরম্ভ

তখন ললিতকুমারের বয়স 'তাড়য়েৎ'-এর সীমা অতিক্রম করে নাই—সেই অল্প বয়সেই তাঁহাকে বিদ্যার্জ্জনের জন্য স্বগ্রাম হইতে পাঁচক্রোশ দূরে—কোন এক গ্রামে যাইতে হইয়াছিল। সেখানকার ইংরাজী স্কুলে তাঁহার পিতা প্রধান শিক্ষকের কাজ করিতেন। এই গ্রামের স্থানীয় জমীদার-গৃহে তাঁহাকে পিতার তত্ত্বাবধানে অবস্থান করিতে হইত। এই স্থান হইতে তিনি বেশ কৃতিত্বের সহিত মাইনর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া স্বগ্রামে প্রত্যাগমন করেন। এই গ্রাম হইতে প্রায় এক মাইল দূরে একটা এনট্রান্স স্কুল ছিল। এই গ্রামের অনেক বালক পদব্রজে সেই স্কুলে গিয়া অধ্যায়ন করিত। বালক ললিতকুমারও তাহাদিগের দলে মিশিয়া যান, তিনিও সেই স্কুলে ভর্ত্তি হইয়া তাহাদিগের সহিত পড়াশুনা করিতে আরম্ভ করেন। এই স্কুলে তিনি দুই বৎসর মাত্র অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। তারপর তাহাকে গোয়াড়ী কৃষ্ণনগরে পাঠাইয়া দেওয়া হয়। এই স্থানের কলেজিয়েট স্কুল হইতে তিনি ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে প্রথম বিভাগে এনট্রান্স পাশ করিয়া বৃত্তি পান। এই সময় তাঁহার বয়স ১৪ বৎসর মাত্র। তারপর ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে তিনি কৃষ্ণনগর কলেজ হইতে এফ, এ, পরীক্ষা দেন। এই পরীক্ষায় তিনি গুণানুসারে বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্ব্বপ্রথম স্থান অধিকার করেন। এফ, এ, পরীক্ষার বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম হইয়া বি, এ, পড়িবার জন্য তিনি কলিকাতায় আসেন, তাঁহার পিতা স্কুলের শিক্ষকতা করিতেন, সুতরাং তাঁহাদিগের আর্থিক অবস্থা যে

তেমন স্বচ্ছল ছিল না, তাহা সহজেই অনুমেয় তিনি প্রথম গ্রেডের বৃত্তি পাইয়াছিলেন, তাই তাঁহার পক্ষে কলিকাতায় অধ্যয়ণ করা সম্ভব হইয়াছে। সেই যুগের মেট্রোপলিটন কলেজে একদিকে যেমন পড়াশুনা বেশ ভাল হইত, অপরদিকে ছাত্র-বেতন প্রভৃতিও খুব কম ছিল। তাই ললিতকুমার কলিকাতায় আসিয়া বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কলেজেই ভর্ত্তি হয়েন। ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে তিনি এই কলেজ হইতে ইংরাজী ও সংস্কৃত আসন লইয়া প্রথম বিভাগে বি, এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েন। সংস্কৃতে তিনি প্রথম বিভাগের প্রথম ও মোটের উপর তিনি প্রথম হইয়াছিলেন। বি, এ, পরীক্ষায়ও তিনি মোটা জলপানি পাইয়াছিলেন। সব ভাল যার শেষ ভাল। এম, এ পরীক্ষায়ও তিনি ইংরাজী ভাষায় প্রথম বিভাগের প্রথম হইয়া তাঁহার পূর্ব্বাংশ অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিলেন, তিনি যখন প্রেসিডেন্সী কলেজে ইংরাজী ভাষায় এম, এ, পড়িতেছিলেন, সেই সময়ই তিনি সংস্কৃত কলেজে ও সংস্কৃত ভাষায় এম, এ পড়িতেন, কিন্তু কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের সিণ্ডিকেট তাঁহাকে একই বৎসর দুই বিষয়ে এম, এ, পরীক্ষা দিতে অনুমতি না দেওয়ায় তাঁহাকে বাধ্য হইয়া সংস্কৃত ছাড়িয়া দিতে হয়।

কর্ম্মজীবন

এম, এ, পাশ করিয়া তিনি সর্ব্বপ্রথম বরিশালের রাজেন্দ্র কলেজে ইংরাজী ভাষার অধ্যাপক হয়েন। এখানে তিনি এক বৎসরের বেশী চাকরী করিতে পারেন নাই। সে চাকরী ইস্তফা দিয়া তাঁহাকে মাস খানেক বেকার থাকিতে হইয়াছিল। তারপর তিনি ভাগলপুর কলেজের অধ্যাপক হইয়া যান। তাঁহারই মাতুল এই কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন। কিন্তু তবুও তিনি দুই মাসের বেশী এই কলেজে চাকরী করিতে পারেন নাই। তারপর বহরমপুর কলেজে তিনি

অধ্যাপকতা পদগ্রহণ করেন। এক কলিকাতা ভিন্ন অন্য কোথাও তিনি এত দীর্ঘকাল চাকরীর ব্যপদেশে অবস্থান করেন নাই। এখানে তিনি পূর্ণ তিন বৎসর ছিলেন। বহরমপুরের সহিত অধ্যাপক ললিলতকুমারের স্মৃতি আর এক দিক দিয়াও বিশেষভাবে বিজড়িত। তিনি এখানেই মাতৃসমা ঠাকুরমাতা ও সংসার সঙ্গিনীকে আনিয়া চাকরী জীবনের সর্ব্বপ্রথম প্রবাসকে সুখাবাসে পরিণত করিয়াছিলেন। তারপর এখান হইতে তিনি কুচবিহার কলেজে চাকরী লইয়া যান। এই কলেজে রাজ-সরকার হইতে পেন্সনের ব্যবস্থা আছে, কিন্তু তবুও তিনি এখানে বেশীদিন তিষ্ঠিতে পারেন নাই। বৎসর যাইতে না যাইতেই তিনি কলিকাতায় প্রত্যাগমন করেন। এখানে রিপণ ও মেট্রোপলিটন কলেজে চাকরী করিয়া সর্ব্বশেষে তিনি বঙ্গবাসী কলেজে প্রবেশ করেন। এখানে প্রায় ৩২ বৎসর পর্য্যন্ত তিনি চাকরী করিয়া গিয়াছেন।

চরিত্রের বৈশিষ্ট্য

অধ্যাপক ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বিদ্বান বুদ্ধিমান ও যশস্বী হইয়াও খুব অমায়িক ছিলেন। নিরহঙ্কারিতা তাঁহার স্বভাবের বৈশিষ্ট্য ছিল। তিনি নিজের হাতে বাজার করিতে কখনও কুণ্ঠাবোধ করিতেন না। পরিতোষ পূর্ব্বক অন্যকে চুষ্য চোষ্য লেহ্য পেয় আহার করাইতে ও নিজে আহার করিতে তিনি খুবই ভাল বাসিতেন।

চাকরী জীবনের প্রথমাবস্থায় শত বাধা-বিঘ্ন অতিক্রম করিয়াও তিনি গ্রীষ্ম ও পূজার ছুটীতে একবার সেই সুদূর পল্লী মফঃস্বলে স্বগ্রামে যাইতে ভূল করিতেন না। শেষ বয়সে তিনি অবসর পাইলেই কাশী ঘুরিয়া আসিতেন।

বসুমতী, ১৪ই অগ্রহায়ণ, ১৩৩৬।